APR 17 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য পর্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় (এক)

হাফিজুর রহমান কার্জন

সান্ধ্য পর্ব চালু করা সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্নটি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রায় ষাট হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করে; কিন্তু আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র শতকরা সাত ভাগ (প্রায় চার হাজার) শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। অনেক শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্য ফিরে যেতে হয়। এতে ওই শিক্ষার্থী এবং তার বাবা-মা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দু'টি বিকল্প রয়েছে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বিদ্যমান অবকাঠামো এবং অনুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিদ্যমান অবকাঠামো ও শিক্ষকদের নিয়ে সান্ধ্য পর্ব চালু করা।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য পর্ব (Evening shift) চালু করা নিয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন তাদের মতামতের জন্য। বেশ কয়েকটি বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি প্রস্তাবের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কয়েকটি বিভাগ প্রস্তাবের বিপক্ষে তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক ধরনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জ, ক্লাব ও বিভিন্ন জায়গায় প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে জোর তর্ক-বিতর্ক চলছে।

সান্ধ্য পর্ব চালু করা সংক্রান্ত প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্নটি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রায় ষাট হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করে; কিন্তু আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র শতকরা সাত ভাগ (প্রায় চার হাজার) শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। অনেক শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্য ফিরে যেতে হয়। এতে ওই শিক্ষার্থী এবং তার বাবা-মা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দু'টি বিকল্প রয়েছে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বিদ্যমান অবকাঠামো এবং অনুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিদ্যমান অবকাঠামো ও শিক্ষকদের নিয়ে সান্ধ্য পর্ব চালু করা।

প্রথম বিকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে উন্নয়ন বাজেটে তিনশ' কোটি টাকা এবং প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে আরও ত্রিশ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় বিকল্পটি ন্যূনতম ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং অলাভজনক ভিত্তিতে চালানো হবে। সান্ধ্য পর্বের সকল ব্যয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টুইশন, অ্যাডমিশন ও কোর্স ফি থেকে মেটানো হবে।

সান্ধ্য পর্বের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য পর্ব পৃথক এবং স্বাধীন পর্ষদ হিসেবে কাজ করবে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটগুলো বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সেশন পরিচালনা করবে। প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য পর্ব চলবে। অ্যাকাডেমিক কমিটির অনুমোদন নিয়ে যেকোন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট কমপক্ষে ৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সান্ধ্য পর্ব চালাতে পারবে। যেসকল শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আসন স্বল্পতার জন্য চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হতে পারেনি তাদের মধ্য থেকে বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলো সান্ধ্য পর্বের জন্য শিক্ষার্থীদের বাছাই করতে পারবে। সান্ধ্য পর্বের জন্য নির্বাচিত সকল শিক্ষার্থী অনাবাসিক বলে বিবেচিত হবে এবং তারা কখনোই আবাসিক হলে আসন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

প্রস্তাবে বলা হয়, সান্ধ্য পর্বে শিক্ষার আমেরিকান পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ৪ মাসব্যাপী তিনটি সেমিস্টার (সামার, ফল ও উইনটার) নিয়ে একটি শিক্ষাবর্ষের ব্যাপ্তি হবে। প্রত্যেকটি কোর্সে কমপক্ষে ৯০ মিনিটব্যাপী ২৪টি বক্তৃতা থাকবে। সান্ধ্য পর্বে গ্রেড পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের টুইশন, অ্যাডমিশন এবং কোর্স ফি হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সান্ধ্য পর্বের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে সব মিলিয়ে প্রতি মাসে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা খরচ চার হাজার দু'শত পঞ্চাশ টাকা পড়বে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এ খরচ প্রতিমাসে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সান্ধ্য পর্ব চালিয়ে প্রত্যেকটি বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট যা আয় করবে তার শতকরা ২০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। বাকি শতকরা ৮০ ভাগ দিয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নিরাপত্তাকর্মীদের ভাতা, অবকাঠামো সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনেক শিক্ষক এ প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে তারা আরও বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে তাদের পাল্লা ভারি করতে চান। তাদের কথা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন ভর্তি পরীক্ষায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা সন্তোষজনক নয়। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের একটি ভর্তি পরীক্ষা নেয়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের নির্দিষ্ট শতকরা হার যুক্ত করে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ বিভিন্ন শহরের যেসকল ছেলেমেয়ে (যারা নকল করার সুযোগ পায়নি) মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীদের (যারা নকল করার অবাধ সুযোগ পেয়েছে) কাছে মার খায়। কেননা অবাধ নকলের সুযোগ পেয়ে এ সকল শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনেক নম্বর পায়।

এ নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় চূড়ান্ত মেধা তালিকায় এরা এগিয়ে যায়। ফলে মানসম্পন্ন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এতে ওইসব শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা হতাশ হন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সান্ধ্য পর্ব চালু করা উচিত বলে তারা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করছেন।

প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী শিক্ষকরা বলছেন, সান্ধ্য পর্ব চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় যা আয় করবে তা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত করা সম্ভব হবে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যাবে। বিশেষ করে বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলো ল্যাবরেটরিসহ তাদের অবকাঠামোকে ভালভাবে উন্নত করতে পারবে, যা আন্তর্জাতিকমানের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য খুবই দরকার। প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেয়া শিক্ষকরা বলছেন, এতে শিক্ষকরা বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকরা আর্থিকভাব স্বচ্ছল হবেন। কেননা যোগদান করার পর তরুণ শিক্ষকরা যা বেতন পান তা দিয়ে ঢাকা শহরে মানসম্পন্ন ও সুস্থ জীবনযাপন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়। তাদের কথা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে যে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে তা অনেক ধরনের গুরুতর সমস্যায় আক্রান্ত। শিক্ষকদের কোন জবাবদিহিতা নেই, যে পরিমাণ মানসম্পন্ন গবেষণা হওয়া উচিত তা হচ্ছে না, শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে, সর্বস্তরেই অশুভ রাজনীতিকীকরণ, শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য পর্ব চালু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। তাদের মতে, সেশনজটসহ নানা কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ সহ্য করতে হয়। এর ওপর যদি আরও ৪/৫ হাজার শিক্ষার্থীকে সান্ধ্য পর্বে ভর্তি করে ক্লাস করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আরও বেশি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠবে। তাছাড়া রাত ১০টা নাগাদ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া শিক্ষকরা বলছেন, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের বেলা দেশী পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হবে, রাতের বেলা আমেরিকান পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হবে। দিনের বেলা কম বেতনে পড়ানো হবে আর রাতের বেলা অনেক বেশি বেতনে পড়ানো হবে। দিনের বেলা বাংলা (কোন কোন বিভাগ বা শিক্ষক ইংরেজিকে প্রাধান্য দেন) মাধ্যমে আর রাতের বেলা পরিপূর্ণভাবে ইংরেজিতে পড়ানো হবে। এতে করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হবে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি পদ্ধতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এতে আইনের দৃষ্টিতে সমতা সংক্রান্ত সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হবে।

প্রস্তাবের বিপক্ষের শিক্ষকরা বলছেন, বিদ্যমান ব্যবস্থায় শিক্ষকরা দিনের বেলা ক্লাসে পাঠদান করেন এবং রাতের বেলা পড়াশোনা বা গবেষণার কাজ করেন; কিন্তু রাতের বেলা ক্লাস নিলে শিক্ষকদের পড়াশোনা ও গবেষণা কাজ মারাত্মক ব্যাহত হবে। তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার অবকাঠামো উন্নত করতে চায় তবে আয় বাড়িয়ে সেটি অন্যভাবে করুক। যদি ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে সেটি সংশোধন করুক।

যদি আরও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের সুযোগ দিতে চায় তাহলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে একই পদ্ধতির অধীনে তাদের সে সুযোগ দেয়া হোক; কিন্তু তা না করে যদি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দু'টি পদ্ধতি কার্যকর করা হয় তাতে বিশৃঙ্খলা এবং জটিলতা বাড়বে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সত্ত্বেও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বলে বিবেচিত হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানটি এতে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য পর্ব চালু করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা বেশ জমে উঠেছে উভয়পক্ষই তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করছেন এর সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ধরনের সমস্যা সীমাবদ্ধতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে, এটি ভাল লক্ষণ। তবে আমাদের একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শিক্ষাকে আমরা পণ্য বানিয়ে ফেলব কিনা, গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব কিনা। শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে শিক্ষাকে ধনী লোকের ক্রয়ের পণ্যে পরিণত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক নীতি গ্রহণ না করে আমরা কি আমাদের নিম্নগামিতাকেই আরও বেগবান করে তুলব না?

(অসমাপ্ত)

[লেখক : প্রভাষক, আইন বিভাগ, ঢা বিশ্ববিদ্যালয়।]